ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আদর্শ দম্পতিরাও হাঁটছেন বিচ্ছেদের পথে!

পৃঃ ৫

চোটে ফ্রেঞ্চ ওপেন শেষ জকোর

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৫৬ ● কলকাতা ● ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০৯ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

তৃতীয়বারের জন্য

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃতীয়বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি । ক্ষমতায় আসছে মোদি ৩.০। দেশ-বিদেশ থেকে আসছে অভিনন্দনের ঢেউ। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের তরফে এখনও আসেনি কোনও শুভেচ্ছা বার্তা।এই বছরের শুরুর দিকে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও পাকিস্তানের সঙ্গে কথা বলার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়নি বলে মন্তব্য করেছিলেন। তবে তিনি বলেন, ' প্রশ্ন হল কী নিয়ে কথা বলতে হবে। যদি কোনও দেশে এতগুলি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন থাকে, তাহলে সেই নিয়েই কথা বলা দরকার। 'রবিবার সন্ধেয় মোদির শপথ

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় বড় জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে বাংলায় বিপুল জয়ের পর শনিবার দলের জয়ী সাংসদদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকের পর সরাসরি নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন তিনি। স্পষ্ট বলেন, এই নির্বাচনে আদতে হেরেছে বিজেপি।এবার তৃণমূলের কোন সাংসদ কোন দায়িত্ব পেয়েছেন তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, লোকসভার নেতা হচ্ছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটি নেত্রী হচ্ছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি রাজ্যসভার নেতা হয়েছেন ডেরেক ও ব্রায়েন এবং ডেপুটি নেত্রী সাগরিকা ঘোষ। চিফ হুইপ নাদিমূল হোক। প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে বাংলার সব পাওনা ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছেন মমতা। একই জানিয়েছেন, লোকসভা ভোটে তৃণমূল যে বিপুল জয় পেয়েছে তার উৎসব পালন করা হবে ২১ জুলাই।তাই নরেন্দ্র মোদীর উচিত ছিল নিজে সরে গিয়ে অন্য কাউকে জায়গা দেওয়া। বাংলায় বড় জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২৯টি আসনে জয় পেয়েছে তারা। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এই আসন সংখ্যা আরও বাড়তে পারত। তাঁর অভিযোগ, ৩-৪টে আসনে জোর করে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে। পূর্ব মেদিনীপুরে তো পুরোপুরি লুঠ হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে জেলাশাসক-আইসি বদলে এই লুঠ হয়েছে বলে দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজেপি ৪০০ পার করার কথা

এরপর ৩ পাতায়

যোগী আদিত্যনাথকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছাড়তে হতে পারে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জিতলে মোদি ম্যাজিক। হারলে দায় স্থানীয় নেতৃত্বের। এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল গেরুয়া শিবিরে। তাই জয় পেয়েও মোদি-শাহর ইচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার অধরা হয় মধ্য প্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান, রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াদের। এবার পরাজয়ের দায় নিয়ে যোগী আদিত্যনাথকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছাড়তে হতে পারে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। সব মিলিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দিকেই খারাপ ফলের জন্য আঙুল উঠছে বেশি। বিজেপির অন্দরের খবর, নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পর দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে উত্তরপ্রদেশ-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের সরিয়ে দিতে পারেন মোদি-শাহ-নাড্ডা জুটি।যোগীর উপর বুলডোজার চালানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে মোদি-শাহ জুটি। দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে যোগীকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে মনে করছে দলের একাংশ। এছাড়াও কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা। এর মধ্যে বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও আছেন বলে পদ্ম শিবির সূত্রে খবর।নরেন্দ্র মোদি বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরলে শুধু অবিজেপি নয়, বিজেপিশাসিত বহু মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে দেবেন বলে প্রচারে বারে বারে বলেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অন্তর্বর্তী জামিনে মুক্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, সবচেয়ে আগে গদি হারাবেন যোগী আদিত্যনাথ। উত্তরপ্রদেশে লোকসভা ভোটে বিজেপির লজ্জাজনক হারের পর এখন জেলবন্দি কেজরিওয়ালের কথাই পদ্ম শিবিরের অন্দরে মূল আলোচ্য। দু-বছর আগের বিধানসভা ভোটে বিপুল জয়ের পর যোগীর নতুন ডাকনাম হয়েছে 'বুলডোজার বাবা'। ছোটখাটো অন্যায়েও তাঁর প্রশাসন বুলডোজার পাঠিয়ে অভিযুক্তের ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে, তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়ালেও যোগীকে টলানো যায়নি। এবার লোকসভা ভোটের

এরপর ৩ পাতায়

ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে

এবার উত্তেজনা ছড়াল হুগলি জেলার গোঘাটে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে এবার উত্তেজনা ছড়াল হুগলি জেলার গোঘাটে। শুক্রবার রাতে আরামবাগ লোকসভার অন্তর্গত গোঘাটের কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েতের ভুরকুণ্ডা এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এই ঘটনায় উভয় দলের পাঁচজন আহত হয়েছেন।

আহত বিজেপি কর্মী সঞ্জয় রায়ের অভিযোগ, "বাজারে চা খেতে গিয়েছিলাম। তৃণমূলের গুণ্ডারা এসে বলল বাজারে ঢোকা যাবে না। এই কথা বলেই আমাকে আর আমার ভাইকে মারধর শুরু করল। আমার মাথা ফেটে গেছে।। এরপর ওরা ইট ছুড়তে থাকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পুলিশেরও মাথা ফেটে যায়। এসব তৃণমূলের গুণ্ডারা করেছে।"

এই ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিচারে যে ভুল হয়েছে,

তা এবার স্বীকার করে নিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বুথফেরত সমীক্ষা সামনে আসার ঢের আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি। বিজেপি গতবারের চেয়েও ভাল ফল করবে বলে দাবি করেছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিচারে যে ভুল হয়েছে, তা এবার স্বীকার করে নিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। জানালেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তায় যে ভাঁটা পড়েছে, তা মিলে গিয়েছে যদিও।তবে লোকসভায় ৩০০ আসন ছুঁতে না পারলেও, কেন্দ্রে জোট সরকার গড়তে হলেও, প্রশান্তের মতে, জাতীয় রাজনীতিতে এখনও বিজেপি বৃহত্তম দল। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং ঝাড়খণ্ড, এই তিন রাজ্যের বিধানসভা বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। প্রশান্ত জানিয়েছেন, মোদি সুদক্ষ রাজনীতিক, জোট সরকারের ক্ষেত্রে শরিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া যে অত্যন্ত জরুরি, তা জানেন তিনি। তাই তিনিও আগের থেকে অনেক বেশি সাবধানী।কিন্তু সংখ্যার হিসেবে মেলাতে পারেননি তিনি। কেন এমন পরিণতি হল বিজেপি-র, তার কয়েকটি কারণও তুলে ধরেছেন পিকে. একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিজেপি-র বিজেপি-র ম্যাজিক সংখ্যা না পেরনোর কিছু কারণ তুলে ধরেছেন প্রশান্ত, যেগুলি হল-

৪০০ পার স্লোগান: প্রশান্ত কিশোরের মতে, বিজেপি-তে ৪০০ আসন পারের স্লোগান যে বা যাঁর মাথা থেকেই বেরিয়ে থাক, বাস্তব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না তিনি। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব নিয়ে মানুষের মধ্যে যে অসন্তোষ বেড়েছে, তার পরও কেন ৪০০ পার আসন দিয়ে বিজেপি-কে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা উচিত মানুষের, সে ব্যাপারে কোনও যুক্তি ছিল না। দম্ভ ও অহঙ্কার: প্রশান্ত জানিয়েছেন, বিজেপি হোক বা অন্য কোনও দল, মানুষ অহং, দম্ভ কখনও বরদাস্ত করেন না। বিজেপি-র নেতারা প্রকাশ্যে বলছিলেন যে ৪০০ আসন পেলে সংবিধান পাল্টে দেবেন তাঁরা। মানুষ সেই অহঙ্কার ভেঙে দিয়েছেন। অতিরিক্ত মোদি নির্ভরশীলতা: প্রশান্তের কথায়, নরেন্দ্র মোদির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলত যে বিজেপি-র ক্ষতি করবে, তা গোড়া থেকেই বলে আসছিলেন তিনি। সাংসদরা কাজ করেননি, অথচ ভাব ছিল এমন যে, মোদি তো আছেন! ৪০০ আসন হেসেখেলেই উঠে আসবে। স্থানীয় স্তরে বিজেপি-র কার্যকর্তাদের মধেয়ই দলের সাংসদদের নিয়ে অসন্তোষ ছিল বলে দাবি প্রশান্তর। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস: বারাণসীর উদাহরণ দিয়ে প্রশান্ত জানান, সেখানে মোদির প্রতি সমর্থন উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। তাঁর মতে, বিজেপি-র নেতাদের আত্মবিশ্বাস এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, ভেবেছিলেন ৪০০ আসন তো এমনিতেই আসছে, আর খেটে কী লাভ! এর ফল উল্টো হয়েছে। তাঁদের কাছে কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু মোদির বিরোধী যাঁরা, তাঁরা বিজেপি-কে হারানোর লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

সোনামুখী সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের

'কায়কল্প' পুরস্কার প্রাপ্তি উদযাপন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি ডায়মণ্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মধ্যে ২০২৩-২৪ বর্ষে সেরার শিরোপা পেয়েছে ডায়মণ্ড হারবার ১ নং ব্লকের অন্তর্গত সোনামুখী সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। রাজ্য সরকার এজন্য এক লক্ষ টাকা মূল্যের 'কায়কল্প' পুরস্কার প্রদান করে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্যায়নে জাতীয় স্তরে সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ায় এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে তিন বছরের জন্য প্রায় চার লক্ষ টাকার অনুদান বরাদ্দ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিউনিটি হেল্থ অফিসার শ্রাবণী হালদার। জরুরী বিভাগ থেকে টেলি মেডিসিন, শিশু ও মায়েদের প্রতি বিশেষ যত্ন এবং এলাকাভিত্তিক মহামারি ও ছোঁয়াচে রোগ নির্মূল করা এই কেন্দ্রের বিশেষ সাফল্য। পরিবেশ- পরিচ্ছন্নতার দিক থেকেও স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সবার নজর কাড়ে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এই সাফল্যে সকল স্বাস্থ্য কর্মী যেমন খুশি তেমনি এলাকার মানুষও। আজ সেই খুশির প্রকাশ ঘটল এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে। ডায়মণ্ড হারবার ১ নং ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নোবেল হালদার প্রধান অতিথি এবং আইনজীবী ও সমাজকর্মী তপনকান্তি মণ্ডল বিশেষ অতিথি রূপে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের আরো কিছু কর্মকর্তা, অঙ্গন ওয়াড়ি ও আশা কর্মীসহ প্রাক্তন ও বর্তমান স্বাস্থ্য কর্মীরা । স্মৃতিচারণ, নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটিকার মাধ্যমে অনুষ্ঠান আনন্দময় হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্য সচেতনতা ও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সঞ্জয় গায়েন রচিত 'সেবাব্রত' নামের নাটিকা সবার প্রশংসা লাভ করে। সকল স্বাস্থ্য কর্মী অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

বহরমপুরে ঘাসফুল ফুটিয়েছেন

তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান

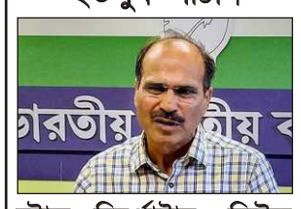

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টানা ২৫ বছরের সাংসদ। তবে এবার আর জিততে পারেনি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বহরমপুরে ঘাসফুল ফুটিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। এবার এই নিয়ে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন কংগ্রেস নেতা। টিএম সি সুপ্রিমোর বিরুদ্ধে এনেছেন চক্রান্তের অভিযোগ।অন্যদিকে বহরমপুরে জয় নিয়ে মুখ খুলেছিলেন মমতাও। টি এম সি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক

এরপর ৩ পাতায়

সরকারের উপর চাপ বাড়াতে হবে

বলে বার্তা দিলেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তারকা সাংসদদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বার বার। তৃণমূলের নব নির্বাচিত সাংসদদের এবার আগেবাগেই সতর্ক করে দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন, দিল্লি গিয়ে লোকসভায় চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। রাজ্যের প্রাপ্য বকেয়া থেকে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে সরকারের উপর চাপ বাড়াতে হবে বলে বার্তা দিলেন মমতা।লোকসভা নির্বাচনে ২৪০ আসন পাওয়া বিজেপি চন্দ্রবাবু নায়ডু এবং নীতীশ কুমারের দলের আসনে ভর করে তৃতীয় বার কেন্দ্রে সরকার গড়তে চলেছে। রবিবার তৃতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি তথা NDA বিরোধী I.N.D.I.A জোট, যাতে শামিল রয়েছে তৃণমূলও, তারা যদিও সরকার গঠনের দাবি জানায়নি। বরং বিরোধীর আসনে থেকেই সরকারের বিরোধিতার কথা জানিয়েছে তারা। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানায় কারা। এদিন মমতার মুখেও একই কথা শোনা যায়। তাঁর দাবি, আজ I.N.D.I.A জোট সরকার গঠনের দাবি জানায়নি বলে, আগামী দিনে যে জানাবে না, তেমনটা ভাবা ভুল। সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

শনিবার কালীঘাটে নব নির্বাচিত সাংসদ, নেতা, জেলা সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা। সেই বৈঠকে শেষ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানে মমতা বলেন "সাংসদদের বলেছি, আমাদের এই পারফরম্যান্স কিন্তু বসে থাকার জন্য নয়। মোদিকে আর কেউ চাইছেন না, পরিবর্তন চাইছেন সকলে। এত বড় হারের পর অন্যকে আসন ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল ওঁর। কিন্তু এখন আর ধমকে চমকে, সংখয়াগরিষ্ঠতা দেখিয়ে, ১৪৭ জন সাংসদকে তাড়িয়ে যা ইচ্ছে বিল পাস করিয়ে নেওয়া যাবে না। আমাদের সাংসদরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে আলোচনা চাইতে হবে, চাপ সৃষ্টি করতে হবে আইন বাতিল করতে।" মমতার এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ এর আগে, তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে লোকসভায় গেলেও, মিমি চক্রবর্তী, নুসরত জাহানদের বিরুদ্ধে সংসদে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠেছে। দলের কোনও ইস্যুই সংসদে তাঁরা সেভাবে তুলে ধরতে পারেননি বলে অসন্তোষ শোনা গিয়েছে দলের অন্দরেও। এবারে আর নুসরতকে টিকিট দেয়নি জোড়াফুল শিবির। প্রার্থিতালিকা ঘোষণা হওয়ার আগেই সাংসদ মমতার সঙ্গে দেখা করে ইস্তফাপত্র জমা দেন মিমি। মিমি এবং নুসরত পর্ব কাটিয়ে এবারও যদিও লোকসভা নির্বাচনে তারকা প্রার্থীদের তুরুপের তাস করেছে তৃণমূল, তবে এবারে প্রার্থীচয়নের ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। শুধু মাত্র জনপ্রিয়তার দৌলতে নয়, রাজনৈতিক ভাবে সচেতন, রাজনীতিতে থাকতে ইচ্ছুকদের প্রাধান্য দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী, যাঁরা মাঠেঘাটে যথেষ্ট সময়ও দিয়েছেন এখনও পর্যন্ত। তাই লোকসভা দলের রণকৌশল মেনে তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হতে হবে বলে বার্তা দিয়েছেন মমতা। এ নিয়ে বিজেপি-র বিমলশঙ্কর নন্দ বলেন, "এনআরসি চালুই হয়নি। সিএএ পাস হয়েছে। দাবি করুন সংসদে। গতবার তৃণমূলের ৬-৭ শতাংশই সংসদে যেতেন, টিকটকে ভিডিও-করতেই ব্যস্থ থাকতেন।"

নীতীশ কুমারকে ইন্ডিয়া জোট

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নীতীশ কুমার। মঙ্গলবার ভোটের ফলাফল স্পষ্ট হওয়ার পর থেকে বোধহয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত রাজনীতিক বিহারের মুখ্যমন্ত্রীই। তিনি এনডিএতেই থাকবেন নাকি ইন্ডিয়া জোটে যোগ দেবেন, এই নিয়ে নানা জল্পনা শোনা যাচ্ছিল। যদিও শেষপর্যন্ত মোদিদের সঙ্গ যে নীতীশ ছাড়ছেন না তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।প্রসঙ্গত, লোকসভায় বিজেপির খারাপ ফল হওয়ায় গেরুয়া শিবির এখন নীতীশ নির্ভর। বৃহস্পতিবার বিহার বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী ঘোষণা করেন, ২০২৫ বিধানসভা নির্বাচন নীতীশের নেতৃত্বেই লড়বে এনডিএ । বিজেপির ঘোষণা, নীতীশই যে ফের বিহারে এনডিএর মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হবেন, তাতে কারও কোনও সংশয় ছিল না। বিরোধীরা এতদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাতে কাজের কাজ হবে না। তাদের তরফে এমন কথা বলা হলেও এই মুহূর্তে নীতীশকে নিয়ে যেওসংশয়, সেটা দূর করতেই যে বিজেপি এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাতে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। মনে করা হচ্ছে এই ঘোষণায় গেরুয়া শিবির একই সঙ্গে জোড়া বার্তা দিয়ে দিল। একে তো শরিককে খুশি করার চেষ্টা হল। একই সঙ্গে বুঝিয়ে দেওয়া হল, নীতীশ যদি কেন্দ্রে বড় কোনও পদের প্রত্যাশা করে থাকেন, তাহলে সেটা পূরণ হবে না।এর মধ্যেই এক জেডিইউ নেতা দাবি করলেন, ইন্ডিয়া জোট নাকি তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর কুরসি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু নীতীশ তা অগ্রাহ্য করেছেন। এমন দাবি উড়িয়ে দিয়েছে কংগ্রেস।

ঠিক কী বলেছেন ওই নেতা? কে সি ত্যাগী নামে নীতীশের দলের ওই সদস্যকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "নীতীশ কুমারকে ইন্ডিয়া জোট প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। এমন কয়েকজন তাঁকে এই প্রস্তাব দেন, যাঁরা তাঁকে ইন্ডিয়ার আহ্বায়ক হতে

এরপর ৩ পাতায়

মধ্যযুগের শেষের দিকে

বাংলার নারী সমাজ

কলমে:- বেবি চক্রবর্ত্তী
(প্রথম পর্ব)

নিউজ সারাদিন : মধ্যযুগের সাহিত্য ভোগের আবিলতায় মন্থর। তখন অর্থের মানদণ্ডে সমাজে মানুষের মর্যাদা নিয়ন্ত্রিত হত। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস নষ্ট না হলেও তাতে ফাটল অবশ্যই ধরেছিল। বাঙালী গোষ্ঠীসর্বস্ব জীবন থেকে আত্মসর্বস্বতায় বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। যৌন-ব্যাভিচার, উৎকোচ, নৈতিক শৈথিল্য - মধ্যযুগের সাহিত্যে এই সবের বিপুল আয়োজন দেখতে পাওয়া যায়। সপ্তডিঙা ডুবে গেলে, চাঁদ বেণে চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে বলেছিলেন, "চান্দো বলে অর্ধেক কড়ি বৈসায় খাইবো। আর অর্ধেক কড়ি আমি নটিরে বিলাইবো।" ভারতচন্দ্রের হীরার মুখে শুনতে পাওয়া গিয়েছিল, "বন্ধু নাহি কড়ি বই" কড়ি দিয়ে "বুড়োর বিয়ে হয়", "কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।" সেই সময়ের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বিকৃত রুচির সদম্ভ প্রকাশ মানুষকে প্রচণ্ড অবক্ষয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মঙ্গলকাব্যে নারী দেখলেই দেব-মানবের পরিধানের বস্ত্র শ্লথ হয়ে যাচ্ছিল। কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, সতীন নিয়ে ঘর, বৈধব্য প্রভৃতি নারী জীবনকে জর্জরিত করে তুলেছিল। নারীরা সেই সময়ের সামাজিক ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁদের মনে ক্ষোভ বিক্ষোভ ফলগুধারার মত প্রবাহিত হচ্ছিল। কারণ নারীরা তাঁদের যৌবন ও কর্তব্য দিয়ে 'পুরুষ ভ্রমরা' জাতিকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। মাতৃহীনা মনসাকে ভাঙড় পিতা মহাদেব দেখেশুনে মুনিপুত্রের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু "এক রাতি না কৈলাম বসতি"। এ তো সে যুগের শত শত কুলীন কুলবধূর মনের কথা। ক্ষোভের কথাও বটে। ভবানী, মনসা, চণ্ডীর সর্বত্র যাতায়াত ছিল। একমাত্র মধ্যবিত্তের জীবনে বাধা নিষেধের প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। যখন নগর পোড়ে তখন দেবালয়ও তো রক্ষা পায়না। তাই তাঁরাও রক্ষা পাননি। মধ্যবিত্তের সমর্থ যুবতী বধূ বৃদ্ধ স্বামীর ঘর করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মনের যাতনায় তিনি বলেছিলেন, "আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া" বা "নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন। রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।" ওই সময়ের শাক্ত-পদাবলী বাল্য বিবাহ জনিত কন্যার জন্য মাতৃহৃদয়ের করুণ বিলাপে ভর্তি। যে দেহে মনে নারী হয়ে উঠতে পারেনি, বাল্যবিবাহের ফলে তাঁকে অকালে স্বামী, স্বামীগৃহ, সংসার ও পুত্রের সাধনা করতে হয়েছিল। সাধ্যের কথা সমাজে স্থান পায়নি। তখনকার সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীদের সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অবকাশ ছিল। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি দূরদেশে যাবার আগে গর্ভাবতী খুল্লনাকে অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 'জয় পত্র' লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। অষ্টাদশ এবং ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজে পতিতার সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, "বেশ্যাগৃহের অশুদ্ধ উল্লাস ধ্বনি গৃহিণীগণের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।" তখনকার পারিবারিক জীবনও খুব উচ্চাদর্শ দ্বারা চালিত হত না। ঘরে ঘরে স্বামী পরিত্যক্তা কুলীন কন্যা ও বিধবাদের ব্যভিচার প্রায় সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। কুলীন কন্যাদের নামেমাত্র বিবাহ হত এবং তাঁরাও বাল্যবিধবাদের মত পাপের পথে নেমে যেতেন। তবে সবচেয়ে বিপদের কথা ছিল, "তাঁহাদের সংসর্গদোষে পরিবারস্থ অনেকানেক সধবা স্ত্রীও তাঁহাদিগের অনুগামিনী হয়।" যে সব বিধবা বা কুলীন কন্যা শ্বশুরালয়ে, পিত্রালয়ে বা মাতুলালয়ে স্থান পেতেন না, যাঁদের ভাগ্যে গৃহস্থ বাড়ির

এরপর ৪ পাতায়

১ পাতার পর

যোগী আদিত্যনাথকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছাড়তে হতে পারে

মধ্যেও অব্যাহত ছিল যোগী প্রশাসনের বুলডোজার শাসন।বিজেপির অন্দরের খবর, কেজরিওয়ালের কথা সত্য প্রমাণ করে যোগীর মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইতি পড়তে পারে খোদ মোদির বুলডোজারের ধাক্কায়। উত্তর প্রদেশের ৮০টি আসনের সব ক'টিই এবার জয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল বিজেপি। প্রতি দফা ভোটের শেষেই রাজ্য বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী দলকে আশ্বস্ত করেন, দলের পরিকল্পনা মতোই সব এগিয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। গতবার আশিটির মধ্য বিজেপি পেয়েছিল ৬২টি আসন। এবার তা কমে হয়েছে ৩৩। অন্যদিকে, প্রধান প্রতিপক্ষ সমাজবাদী পার্টি পেয়েছে ৩৭টি আসন। যোগীর বিরুদ্ধে দলের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বড় অংশের অভিযোগ তিনি এসপি নেতা অখিলেশের নয়া জাত সমীকরণকে উপেক্ষা করেছেন। অখিলেশ পিডিএ অর্থাৎ পি-তে পিছড়া বা ওবিসি, ডি-তে দলিত বা তফসিলি জাতি এবং এ-তে অল্পসংখ্যক বা মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের যে নয়া সমীকরণ তৈরি করেন, তার মোকাবিলায় যোগী প্রশাসনিকভাব কোনও পদক্ষেপ করেননি বলে দলে অভিযোগ উঠেছে। দলিত বা তফসিলি ভোটের সিংহভাগ সমাজবাদী পার্টির ঝুলিতে গিয়েছে। যার মধ্যে মায়াবতীর বিএসপি এবং বিজেপি, উভয় দলের ভোটই আছে।অখিলেশের পিডিএ এবারের ভোটে এতটাই সফল যে অযোধ্যা যে লোকসভার অন্তর্গত সেই ফৈজাবাদে বিজেপি হেরে গিয়েছে। যেখানে বিজেপির রাম রাজনীতির বিপরীতে অখিলেশের জাতের সমীকরণ বেশি প্রভাব ফেলেছে। উত্তরপ্রদেশে দলের তরফে মুখ্যমন্ত্রী যোগী ছাড়াও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, দলীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা প্রমুখ দায়িত্বে ছিলেন। তবে মূল দায়িত্ব ছিল যোগীর। বিশেষ করে তীব্র গরমের কারণে প্রথম দুই দফায় কম ভোট পড়া সত্ত্বেও তাঁর প্রশাসন বুথে পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং মানুষকে বুথমুখী করতে বিশেষ তৎপরতা দেখাননি। রাজ্যের প্রায় এক কোটি পরিযায়ী শ্রমিককেও ভোটের সময় এলাকায় ফেরাতে তৎপর হয়নি যোগী প্রশাসন।আবার বাংলায় সুকান্ত মজুমদার বা দিলীপ ঘোষরা প্রার্থী হওয়ায় নিজের কেন্দ্র নিয়ে অনেকটা সময় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। নিজেদের কেন্দ্রে ভোট মিটতেই অন্য কেন্দ্রে ঝাপিয়েছেন। তবে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকেই বেশি গুরুত্ব দেয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাঁর পছন্দের প্রার্থীদেরই মনোনয়ন দেওয়া হয়। যেমন শুভেন্দুর আপত্তিতেই মেদিনীপুর থেকে বর্ধমানে চলে যেতে হয় দিলীপ ঘোষকে। মেদিনীপুরে মনোনয়ন দেওয়া হয় বিরোধী দলনেতার অত্যন্ত পছন্দের অগ্নিমিত্রা পলকে প্রার্থী করে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই সব ঘটনায় শুভেন্দুর ওপর অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা ও বি এল সন্তোষরা চটেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাই তাঁর ওপরেও কোপ পড়তে পারে বলে সূত্রের খবর।

১ পাতার পর

বাংলায় বড় জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস

বলেছিল। কিন্তু তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পায়নি। এই বিষয়ে মমতার বক্তব্য, বিজেপি আসলে অগণতান্ত্রিক এবং বেআইনিভাবে সরকার গঠন করছে! তবে এই সরকার কতদিন টিকবে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। মমতার কথায়, "ইন্ডিয়া এখনই সরকার গঠনের কথা বলছে না মানে এই নয়, ভবিষ্যতে গড়ার চেষ্টা করবে না। দেশে পরিবর্তন প্রয়োজন, আমরা এখন অপেক্ষা করছি।" গত বুধবার ইন্ডিয়া জোট যে বৈঠক করেছিল সেই বৈঠকের পরও এমনই বার্তা দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। সেই একই সুর শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়।যারা জয় পেয়েছেন সেইসব সাংসদদেরও কড়া বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর স্পষ্ট কথা, সংসদে গিয়ে চুপ করে বসে থাকা যাবে না। আওয়াজ তুলতে হবে। মমতার অভিযোগ, আগেরবার জোর করে একাধিক বিল পাস করিয়েছে বিজেপি সরকার। কারও সঙ্গে আলোচনা করেনি, কোনও মত নেয়নি। এবার আর তা হতে দেওয়া যাবে না। সর্বপ্রথম এনআরসি বাতিলের দাবি তোলা হবে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এও বলেন, রাজ্যসভা এবং লোকসভা মিলিয়ে এখন তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা ৪২। দেশের তৃতীয় সর্বোচ্চ সাংসদ সংখ্যা তাঁদের।

২ পাতার পর

বহরমপুরে ঘাসফুল ফুটিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান

বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে বলেছিলেন, 'অধীর নিজের ঔদ্ধত্যের জন্য পরাজিত হয়েছেন। আসলে ওনাকে নয়, বহরপুরের মানুষ বিজেপি-কে পরাজিত করেছেন। কারণ কংগ্রেস নয়, বিজেপি-র জন্য কাজ করেছেন অধীর। বহরমপুরে জায়ান্ট কিলার ইউসুফ পাঠান'।

উল্লেখ্য, রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল বহরমপুরের একাংশ। দরকার পড়লে সেখানে ভোট পিছনোর কথাও বলেছিল কলকাতা হাই কোর্ট। যদিও শেষমেষ ভোট পিছোয়নি। নির্ধারিত দিনেই ভোট হয়েছিল সেখানে। ফল ঘোষণার পর দেখা যায়, এবার আর এই কেন্দ্র থেকে জিতে সংসদে যাওয়া হচ্ছে না অধীরের।গত ১ মে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের টি এম সি বিধায়ক হুমায়ুন কবীর শক্তিপুর এলাকায় বেশ কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। শনিবার সেই মন্তব্যগুলিকেই হাতিয়ার করে মমতাকে নিশানা করেন অধীর । বহরমপুরের সদ্য প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'রামনবমীর দিন থেকে আমায় হারানোর চক্রান্ত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্যই বহরমপুরে আমায় পরাজিত হতে হয়েছে'।

অধীরের এই মন্তব্যের পাল্টা দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। টি এম সি নেতা বলেন, 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা! কাজ করেননি বলে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেটা মানতে না পেরে এখন উল্টোপাল্টা বলছেন'।

গত মঙ্গলবার ২০২৪ লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, অধীরের 'গড়ে' তাঁকে পরাজিত করেছেন ইউসুফ। TMC প্রার্থীর কাছে ৮৫,২৮৩ ভোটে পরাজিত হয়েছেন কংগ্রেস নেতা। এরপরেই খানিক আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির জন্য বিপজ্জনক হয়ে গিয়েছে। আমি হিন্দু, মুসলিন কোনটাই হতে পারিনি। সেই জন্য দুইয়ের মধ্যে পড়ে স্যান্ডউইচ হয়েছি'।

১ পাতার পর

ভোট পরবর্তী হিংসার জেরে এবার উত্তেজনা ছড়াল হুগলি জেলার গোঘাটে

মিতালী বাগ জানিয়েছেন, "একটা ঝামেলা হয়েছে শুনেছি। তবে বিষয়টা ভালো জানি না। আমাদের প্রশাসনের উপর আশা-ভরসা আছে। প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।" খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ইটের আঘাতে গুরুতর চোট পান একজন পুলিশকর্মী। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে গোঘাট থানার পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে গোঘাটের ভুরকুণ্ডা বাজার এলাকায় দুজন বিজেপি কর্মীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হয় মারপিট। এরপরই দু-পক্ষের লোকজন জড়ো হয়ে যায় এলাকায়। শুরু হয় ইট বৃষ্টি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে কয়েকজন পুলিশকর্মীও আহত হন। তার মধ্যে একজন পুলিশ কর্মীর ইটের আঘাতে মাথা ফেটে যায়। সেখান থেকে রাতেই চিকিৎসার জন্য কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আহত পুলিশ কর্মীকে। পাশাপাশি এই সংঘর্ষের ঘটনায় দু-পক্ষের পাঁচজন কর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিজেপি কর্মীর আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের উপর আক্রমণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করে ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে গোঘাট থানার পুলিশ। আজ অভিযুক্তদের আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

১ পাতার পর

তৃতীয়বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি

অনুষ্ঠান রাষ্ট্রপতিভবনে । শনিবার পর্যন্ত আসেনি কোনও শুভেচ্ছাবার্তা। কেন? এই সৌজন্যটুকুও দেখাল না পাকিস্তান ? অবশেষে তা নিয়ে মুখ খুলল প্রতিবেশী দেশ। পাকিস্তান জানিয়েছে, তারা ভারত ও তাদের বাকি সব প্রতিবেশীর দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কই রাখতে চায়। সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে ইচ্ছুক। আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের সমাধান করতে চায়। জানিয়েছেন সে-দেশের বিদেশ দফতরের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ।কিন্তু যদি সত্যিই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেই চায় পাকিস্তান, তাহলে মোদিকে অভিনন্দন জানালো না কেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র মুমতাজের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তাঁদের তরফে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে কি না। তিনি আরও বলেন, দেশের নেতৃত্ব কে দেবেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার। তবে তিনি এও জানান, ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চান না। যেহেতু নতুন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেয়নি, তাই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানোর বিষয়ে কথা বলার এখন কোনও মানে নেই।ভারতের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়ে পাকিস্তান জানিয়েছে, গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে তারা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে নিতে চায় তারা। বালোচের মতে, পাকিস্তান সবসময়ই ভারত সহ তার সব প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক কামনা করে। জম্মু ও কাশ্মীরের মূল বিরোধ সহ সমস্ত অমীমাংসিত সমস্যাগুলি মিটিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়ে এসেছে তারা। আর ভারতও পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে বরাবর আগ্রহ দেখিয়ে এসেছে। যদিও ভারত বারবারই সন্ত্রাসমুক্ত আবহ তৈরি করার দায়িত্ব পাকিস্তানের ওপরই দিয়ে এসেছে। দু'দেশের মধ্যে পাকিস্তানকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে।

২ পাতার পর

নীতীশ কুমারকে ইন্ডিয়া জোট প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল

দিতে চায়নি। উনি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমরা ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গেই আছি।"

কংগ্রেস অবশ্য এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে। হাত শিবিরের নেতা কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, এমন কিছুই ঘটেনি। তাঁর কথায়, "এমন কোনও তথ্য আমাদের হাতে নেই। উনি যে কী বলছেন, তা উনিই জানেন।" এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমন খোঁচাই মারতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আজ

নতুন দিল্লি, ৮ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের শপথ গ্রহণ আগামীকাল অর্থাৎ ৯ জুন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সহ ভারত মহাসাগর অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে।

ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মিঃ রনিল বিক্রমসিংঘে; মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ডঃ মহম্মদ মুইজু; সেসিলির ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ আহমেদ আফিফ; বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী শেখ হাসিনা; মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী মিঃ প্রবীণ কুমার জগন্নাথ; নেপালের প্রধানমন্ত্রী মিঃ পুষ্প কমল দহল 'প্রচন্ড'; এবং ভূটানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ শেরিং টোবগে।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার পর আগত মাননীয় নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রোপদী মুর্মু আয়োজিত এক ভোজসভাতেও যোগ দেবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই নিয়ে উপর্যুপরি তিনবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করছেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

এই সরকার টিকবে না,

মোদীর শপথেও যাবে না তৃণমূল: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন এনডিএ জোটের নেতা নরেন্দ্র মোদী। তার আগে ভবিষ্যদ্বাণীর মতো মমতা জানিয়ে দিলেন,ওএই সরকার টিকবে না। সেই সঙ্গে মমতা এও জানিয়ে দেন, মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে যাবে না তৃণমূল। শনিবার সন্ধেয় কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সাংবাদিক বৈঠক করে এসব কথা বলেন, তার চব্বিশ ঘণ্টা পরই মোদীর শপথ নেওয়ার কথা। দিল্লিতে রাইসিনা পাহাড়ে সাজো সাজো ভাব।

এক প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেন, "যাঁরা চারশ পারের কথা বলতেন, তাঁরা একার ক্ষমতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতাই অর্জন করতে পারেনি। এটা ভাববেন না যে ইন্ডিয়া জোট সরকার গঠনের দাবি জানায়নি বলে কিছু অঘটন ঘটে যাবে না। আমরা এখন শুধু দেখছি। শেষমেশ নতুন ইন্ডিয়া সরকারই তৈরি হবে। তার আগে কদিন না হয় ওরা সরকার চালিয়ে নিক"। খোঁচা দিয়ে মমতা বলেন, কখনও কখনও সরকার একদিন স্থায়ী হয়। কে বলতে পারে এই সরকার ১৫ দিন টিকবে কিনা। মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে যাওয়া নিয়ে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা তিনি বলেন, "আমন্ত্রণ পাইনি। পেলেও আমরা যেতাম না।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "এই সরকার অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে গঠন হচ্ছে। আমরা এই সরকারকে আমাদের শুভকামনা দিতে পারছি না। তবে দেশ ও দেশের মানুষকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

লোকসভা ভোটে বাংলায় বিপুল জয়ের পর শনিবার তৃণমূলের জয়ী সাংসদদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকের পর সরাসরি নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন তিনি। স্পষ্ট বলেন, এই নির্বাচনে আদতে হেরেছে বিজেপি। তাই নরেন্দ্র মোদীর উচিত ছিল নিজে সরে গিয়ে অন্য কাউকে জায়গা দেওয়া। কৌতূহলের বিষয় হল, সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে মমতা কেন আগেভাগেই সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করছেন? পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, তার কারণ পরিষ্কার। লোকসভা ভোটে ভরাডুবির পর হতাশায় ডুবে রয়েছে রাজ্য বিজেপি। তাঁদের মনোবল ভেঙে দিয়ে তৃণমূলের কর্মীদের চাঙ্গা রাখতেই এই কথা বলছেন মমতা। এবং বাংলার মানুষকে এই বার্তাও দিতে চাইছেন যে এ রাজ্যে বিজেপির আচ্ছে দিন শেষ!

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৫৬ সংখ্যা ০৯ জুন, ২০২৪ রবিবার ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

গাজার নুসেইরাত শরণার্থী

শিবিরে ভয়াবহ হামলা চালায় ইজরায়েল বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গাজার নুসেইরাত শরণার্থীশিবিরে ভয়াবহ হামলা চালায় ইজরায়েল বাহিনী। আর সেই হামলায় বলি হয় বেশ কয়েকজন শিশু সহ ২৭ জন। তবে এই হামলা একেবারেই ভালোভাবে নেইনি রাষ্ট্রসংঘ। গাজায় এই ভয়াবহ হামলার জেরে ইজরায়েলকে কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করল রাষ্ট্রসংঘ। ইতিমধ্যেই এই মর্মে ইজরায়েল বাহিনীকে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।উল্লেখ্য, গত ৭ ই অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের হামলায় ১ হাজার ২০০ জনের মতো নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩২০ জনের মতো সেনা রয়েছেন। এই হামলার পরেই গাজার ওপর হামলা শুরু করে ইজরায়েল বাহিনী। ইজরায়েল এবং হামাস সংঘর্ষের জেরে গাজায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩৮ হাজার। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ইজরায়েল -হামাস যুদ্ধের প্রধান শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। গত তিন মাসে ইজরায়েলি হামলায় প্রাণ গাজায় প্রাণ হারিয়েছে ১০ হাজারেরও বেশি শিশু। শুধু প্রাণ হারান নয় ইয়রায়েলি হামলায় আহত হয়েছেন শতাধিক শিশু। একথায় ইজরায়েলি হামলায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে গাজা।ইজরায়েলের দূত গিলাদ আরদান সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনাকে লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেছে। তিনি বলেন,' রাষ্ট্রসংঘের এই সিদ্ধান্ত লজ্জাজনক। আমি অত্যন্ত মর্মাহত।' অন্যদিকে জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি দূত রিয়াদ মনসুর বলেছেন, ' ইজরায়েলকে কালো তালিকাভুক্ত করা হলেও নিহত শিশুদের জীবন আর ফিরে পাওয়া যাবে না।'ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

মণিপুর, তুরার মতো ক্ষেত্রে ফলাফল সত্যিই অপ্রত্যাশিত

উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্যে সেই ভাবে সময় দিতে পারেননি। এমনই দাবি করে লোকসভা ভোটে উত্তর-পূর্বে বিজেপির মন্দ ফল নিয়ে নিজের দায় ঝাড়লেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডা জোটের আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সেই সঙ্গে ফের দাবি করলেন, একটি বিশেষ ধর্মের নেতারা বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার চালানোয় হার হয়েছে বিজেপি প্রার্থীদের। গৌরব আরও দাবি করেছেন, "এ বারের ভোট সেমিফাইনাল ছিল। দু'বছর দিল্লিতে কাজ করে আমি ২০২৬ সালের ফাইনাল খেলায় (বিধানসভা ভোটে) রাজ্য রাজনীতিতে ফিরব। ফের জনতার জয় হবে।" কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া বিধায়কেরা ফের দলে ফিরতে চাইলে কী হবে জানতে চাইলে গৌরব জানান, কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিজেপিতে এখন পুরনো কর্মীদের কোনও গুরুত্ব নেই। পুরনো কর্মীদের পরামর্শ কানে তোলেন না হিমন্ত। কিন্তু কংগ্রেস তেমন দল নয়।

জবাবে, হিমন্তকে অবিলম্বে নেডা থেকে পদত্যাগের পরামর্শ দিলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। মেঘালয়ের শিলং কেন্দ্রে জিতে হিমন্তের তীব্র সমালোচনা করলেন ভিপিপি দলের সভাপতি আর্ডেন্ট বাসোইয়াওমাইতও। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে অসমে বিজেপি সরকার গঠনের দিনে অমিত শাহ হিমন্তকে মুখ্য আহ্বায়ক করে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির জোট নেডা তৈরি করেছিলেন। নেডার উদ্দেশ্য ছিল, উত্তর-পূর্বকে কংগ্রেসমুক্ত করা। সফলও হয়েছিলেন হিমন্ত। কিন্তু সাম্প্রতিক ফলাফল প্রসঙ্গে হিমন্ত বলেছেন, আগে তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, তাই অন্যান্য রাজ্যে সময় দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় তাঁর দায়িত্ব বেড়েছে। ফলে নেডায় বা অন্য রাজ্যে সময় দিতে পারছেন না। তাঁর দাবি, 'এ বার অরুণাচলের বিধানসভা ভোট বাদে উত্তর-পূর্বে কোথাও আমি প্রচারে যাইনি। অরুণাচলে বিজেপি ৪৬ আসনে জিতেছে। কিন্তু বাকি রাজ্যের ভিতরের বিষয় নিয়ে আমি সম্যক অবহিত নই। তবে মণিপুর, তুরার মতো ক্ষেত্রে ফলাফল সত্যিই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু যেখানে ধর্মীয় নেতারা মাঠে নামেন, সেখানে রাজনৈতিক নেতাদের পিছু হটতে হয়।'হলে নেডার আহ্বায়ক পদ থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত। নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুরে বিপর্যয়ের দায় এড়াতে একটি সম্প্রদায়কে দায়ী করা দায়িত্বজ্ঞানহীন ও হঠকারী কাজ। হারের দায় স্বীকার করার প্রাপ্তমনস্কতা তাঁর নেই বলেই এ ভাবে একটি সম্প্রদায়কে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। গগৈ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে হিমন্তের মন্তব্যের নিন্দা করার আহ্বান জানান। বলেন, "বিভাজন বা মেরুকরণ নয়, উত্তর-পূর্বের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের আদর্শ রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য।"

মেঘালয়ের ভিপিপি দলের সভাপতি আর্ডেন্ট বলেন, "হিমন্তের মন্তব্য ভিত্তিহীন ও চরম সাম্প্রদায়িক। তাঁর নিজের দলের দিকে মন দেওয়া উচিত। মেঘালয়ে গির্জা কখনও রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে না। এনপিপি নিজের দোষে হেরেছে। জনতা তাদের প্রত্যাখান করেছে। মেঘালয়ের মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ, সংবিধানে বিশ্বাসী দলকেই বেছে নেবেন।" তিনি আরও বলেন, "খ্রিস্টান হিসেবে আমি কখনওই এমন দলকে ভোট দেব না, যারা সংবিধান বা সংখ্যালঘুদের স্বার্থবিরোধী কাজ করে।"

জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

চাণক্যকে গুরু, উপদেষ্টা ও মন্ত্রণাদাতা হিসেবে স্বীকার করেন। এরপর চাণক্যের সক্রিয় সহযোগিতায় চন্দ্রগুপ্ত একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে পরিকল্পনাকে আরও বেশি নিখুঁত করে তোলেন চাণক্য। চাণক্যের পাণ্ডিত্য আর চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে শেষ পর্যন্ত সিংহাসনচ্যুত হলেন নন্দরাজা। মগধের সিংহাসনে আরোহণ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশই পরবর্তীতে ভারতীয় ইতিহাসে শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। আর এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরই দ্বিতীয় পুরুষ হচ্ছেন বিন্দুসারা এবং তৃতীয় প্রজন্ম আরেক প্রতাপশালী শাসক সম্রাট অশোক। তিনিও ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

বৈচিত্র্যময় জীবন

চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করার পর পাটালিপুত্রকে তার রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। এই পাটালিপুত্র বিহারের আধুনিক শহর পাটনার কাছেই অবস্থিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮ সাল পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য শাসন করেন। তার সময়কালে রাজ্যজুড়ে শান্তি বিরাজমান ছিল, প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং রাজ্য বিকশিত হয়েছিল সমৃদ্ধিতে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করে গেছেন চন্দ্রগুপ্তের দরবারে গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস তার 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে। চাণক্য তার জীবদ্দশায়, এমনকি মৃত্যুর পরও ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পণ্ডিত হিসেবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কয়েকটি বিধানসভা নিয়ে জোর চিন্তায় তৃণমূল কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে বঙ্গে উঠেছে সবুজ ঝড়। সমস্ত এক্সিট পোলকে মিথ্যে প্রমাণ করে রাজ্যের ২৯ আসনে ফুটেছে জোড়াফুল। ওদিকে বাংলায় বিজেপির সাংসদ সংখ্যা কমে এখন ১২। তৃণমূলের একাধিক প্রার্থী বিজেপিকে লক্ষাধিক ভোটে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন। তবে এত কিছু তাদের ফেভারে থাকলেও বেশ কয়েকটি বিধানসভা নিয়ে জোর চিন্তায় তৃণমূল কংগ্রেস।উত্তরবঙ্গের আরেক মন্ত্রী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের প্রতিমন্ত্রী তাজমুলের হরিশচন্দ্রপুর বিধানসভা ৫ হাজার ভোটে পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল। এটি মালদহ উত্তর লোকসভার মধ্যে পড়ে। সেখানে এবারেও জিতেছে বিজেপি। রাজ্যের বিজ্ঞান-প্রযুক্তিমন্ত্রী কৃষ্ণনগর দক্ষিণের বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাশের বিধানসভা তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র পিছিয়ে রয়েছেন ৯ হাজার ভোটে।

রাজ্যের মৎস্য প্রতিমন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরির বিধানসভাতেও পিছিয়ে

রয়েছে তৃণমূল। বিপ্লবের পাঁশকুড়া পূর্বে তৃণমূল পিছিয়ে রয়েছে ৩ হাজার ভোটে। এটি তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের অধীন। এখানে জিতেছে বিজেপি। ওদিকে কারা প্রতিমন্ত্রী অখিল গিরির রামনগর বিধানসভা কাঁথি লোকসভার অন্তর্গত। সেখানেও পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল।২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে জয়লাভ করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন অনেকে। তবে এদের মধ্যে রাজ্যের আট জন মন্ত্রীর বিধানসভায় হার হয়েছে তৃণমূলের। লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল করেও শাসকদলের রাতের ঘুম উড়েছে আট হেভিওয়েট মন্ত্রীর বিধানসভায় পরাজয়ের কারণে।

রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা এবং দমকলের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুজিত বসুর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে হেরেছে তৃণমূল। উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শ্যামপুকুরে তৃণমূলকে টপকে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। যা শিল্পমন্ত্রী শশীর পাঁজার বিধানসভা কেন্দ্র। বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সুজিত বসুর বিধাননগর বিধানসভাতেও পিছিয়ে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল। যা যথেষ্টই চিন্তার কারণ তৃণমূলের কাছে। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সুজিত বসুর বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল ১১ হাজার ভোটে পিছিয়ে রয়েছে। ওদিকে উত্তরেও এরম অবাক করা ঘটনা ঘটেছে বেশ কিছু বিধানসভায়। রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের বিধানসভা কেন্দ্র হেমতাবাদে রায়গঞ্জ লোকসভার অন্তর্গত। সেখানে বিজেপির কাছে ৮ হাজার ভোটে পিছিয়ে রয়েছে শাসক তৃণমূল।

উত্তরবঙ্গের মালদহে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের কেন্দ্র মোথাবাড়িতে বিরাট ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল। সেখানে জয়ী দল কংগ্রেসের চেয়ে তৃণমূল ৩৪ হাজার ভোটে পিছিয়ে রয়েছে। এটি দক্ষিণ মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে।

৩ পাতার পর

মধ্যযুগের শেষের দিকে বাংলার নারী সমাজ

পাচিকা বা দাসীবৃত্তিও জুটতো না, তাঁরা পতিতালয়ে স্থান পেতেন। অর্থাৎ সমাজে "অধর্ম ধর্মবৎ প্রচলিত হইতেছে।" পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারা বাঙালীর চিত্ত ভূমিকে স্পর্শ করে সমাজদেহে সঞ্চারিত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বঙ্গীয় জনগণ অবনত মস্তকে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাকে শিরোধার্য করে নিয়েছিল। স্মার্ত রঘুনন্দন বাল্যবিবাহ, গৌরীদান প্রথার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। বিবাহ ক্ষেত্রে বর্ণ, প্রবর, গোত্র, সপিণ্ড এবং কৌলীন্য অত্যধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। রঘুনন্দনের একটি বিধান ছিল, "যদি কোন ব্যক্তি তিনবার বিবাহ করিয়া চতুর্থবার তাহা না করে সে আপনার সপ্তকূল পর্যন্ত নরকগামী করে। রঘুনন্দন সহমরণকে স্পষ্ট ভাষায় সমর্থন না করলেও, সহমরণে স্বর্গলাভের লোভ দেখিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি বৈধব্য জীবনে ব্যভিচারিতা দোষ যাতে স্পর্শ না করে তারজন্য বিধবাদের সম্বন্ধে কঠোরতর ব্যবস্থার বিধান দিয়েছিলেন। বিধবা নারীর জন্য একাহার, একাদশী প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় বলে বিধান দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হল, রঘুনন্দন আদৌ কি বাল্যবিধবাদের কথা ভেবেছিলেন? বঙ্গদেশে সেন রাজাদের শাসনকালে বল্লাল সেন গুণ দেখে কূল মর্যাদার ব্যবস্থা করেছিলেন। "দোষ অনুসারে কৈল কুলের সন্মান") দেবীবর ঘটক দোষ দেখে কূল মর্যাদার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম পাঠান অভিযানের পরে কর্ণৌজিয়া ব্রাহ্মণ জাতির কন্যাদের পাঠানরা অপহরণ করেছিল। ফলে কর্ণৌজিয়াদের মধ্যে নারীর অভাব দেখা দেওয়ায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কন্যাদের পাঠানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল। এতে হিন্দু সমাজ দোষ যুক্ত হয়েছিল। পাঠানীর গর্ভজাত সন্তান হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। দেবীবর মেল, পালটি, থাক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বিবাহক্ষেত্রে সামাজিক শুদ্ধির যে আয়োজন করেছিলেন তা পরবর্তীকালে রোটি-বেটির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেবীবর প্রণীত নিয়ম কুলীনকন্যাদের বিবাহ ব্যাপারে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। কুলীন পিতা ও শ্রোত্রিয় বঙ্গজ পিতা উভয়েই কুলীনকে কন্যা দিয়ে কূলরক্ষা এবং সামাজিক মর্যাদা পেতে চাইতেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি অর্থাৎ পাত্রের তুলনায় কন্যা বেশি হওয়ায় পাত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে বহুবিবাহ সর্বজনীন হয়ে পড়েছিল এবং কাঞ্চনের প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। সেই সময়ের ইতিহাস ঘেঁটে এমন তথ্যও পাওয়া যায় যে, ৫৫ বছর বয়সী কুলীন পাত্র ১০৭ জন কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে বিধবারা অমঙ্গল ও অশুচির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। ফলে সামাজিক সব অনুষ্ঠানে তাঁদের বর্জন করা হয়েছিল। এর অনেক আগে, স্কন্দপুরাণে বিধবাজননী ব্যতীত আর সব বিধবাকে অমঙ্গলা বলা হয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের শেষপাদে পৌঁছে জননীও রেহাই পাননি। এমন কি নিজের পুত্রের শুভ কার্যেও তাঁর উপস্থিতিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইতিহাস বলে যে হিন্দুধর্মের প্রধান স্মৃতিকারেরা কিন্তু সতীদাহ সম্বন্ধে কখনো কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। শঙ্খ, অঙ্গীরা - সতীদাহকে সমর্থন করে, অজ্ঞ নারীদের সামনে অক্ষয় স্বর্গের প্রলোভন বিস্তার করেছিলেন। মিসেস স্পেয়ার গ্রন্থদ্বয়ে সতীদাহের বহু লোমহর্ষক চিত্র পাওয়া যায়। উলার জনৈক মুক্তারাম নামক ব্যক্তির তেরো জন স্ত্রী তাঁর সাথে সহমরণে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন পালাতে উদ্যত হলে পুত্ররা তাঁকে ধরে পিতার জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করেছিলেন। বাগনান পাড়ায় এক ব্রাহ্মণের একশত স্ত্রী ছিলেন। ১৭৯৮ সালে তাঁর মৃত্যুতে ৩৭ জন স্ত্রী সহমৃতা হয়েছিলেন। তিনদিন ধরে সেই নারকীয় মারণ যজ্ঞ চলেছিল। (নদীয়া কাহিনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ- ২৮৪) ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে প্রায় ৭০,০০০টি সতীদাহ হয়েছিল। ১৮১৫-২৩ সালের মধ্যে সতীদাহের ফলে ৫,১২৮ জন বালক বালিকা পিতৃমাতৃহীন হয়েছিলেন। (Asiatic Journal, 1827, Vol. XXIII, p- 689) সমাচার দর্পণ পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, "হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জেলা হুগলীতে হয়।" সেই হুগলী জেলাতেই রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হয়েছিল। একটা সময়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এবং যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেও সতীকে স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত সমাধি দেওয়া শুরু হয়েছিল। ১৮২৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত সমাচার দর্পণ পত্রিকা থেকে সেই সংবাদ পাওয়া যায়। আর্নেস্টরিস লিখিত কেরীর জীবনীতেও এর উল্লেখ আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে সতীদাহ রদ নিয়ে বিতর্কের সময় সতীকে জীবন্ত সমাধি দেবার বহু ঘটনা উল্লেখিত হয়েছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে, মানিকচন্দ্রের গানে, ঘনারাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে সহমরণের চিত্র পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা গিয়েছিল যে নারী 'স্বতন্তরা; হতে চলেছে। দেবদেবীর বন্দনা, কাঁচুলি নির্মাণ, বারমাস্যা প্রভৃতির মত্তকলির বর্ণনা এবং নারীর স্বভাব ও কালধর্মের বর্ণনা সেই সময়ের সাহিত্যে বিশেষ স্থান পেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে চণ্ডীদাস নারীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন - "সেবকেঁ লংঘিবে প্রভু নারী নিজ পতি। আপনা মজায়িব ব্রত লংঘিআসতী॥" (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ভারখণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ, পৃ- ৬৮)

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে লেখা হয়েছিল (মনসামঙ্গল,

ক্রমশঃ

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হিন্দু ধর্মে উত্তরবাহিনী নদী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, ভারতের প্রায় সব নদীই নেমেছে উত্তর দিকে স্থিত হিমালয় থেকে। অতএব, তাদের ধারা কখনই উত্তর অভিমুখী হবে না। হলে তা বইবে উল্টো খাতে। একমাত্র কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আর বীরভূমে দ্বারকা। তাই দ্বারকা নদী মহাশক্তির উৎস। এই নদীজলে স্নান করলেই সিদ্ধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করেন মানুষ। দূর হয় সব পাপ।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

কন্যাসন্তানের বাবা হলেন বরুণ ধাওয়ান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিয়ের তিন বছরের মাথায় বাবা হলেন বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান। সোমবার সন্ধ্যায় কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী নাতাশা দালাল। এদিন সকালেই মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল নাতাশাকে। হাসপাতাল থেকে নাতনি হওয়ার সুখবর সবার সঙ্গে ভাগ করে নেন ডেভিড ধাওয়ান।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বরুণ ধাওয়ান জানিয়েছিলেন, তিনি বাবা হতে চলেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছিল স্ত্রীর বেবিবাম্পে চুমু খাচ্ছেন বরুণ। তাঁদের সেই ঘোষণা অনুযায়ী এ সপ্তাহেই তাঁদের প্রথম সন্তান আসার কথা ছিল, আর তাই-ই হলো।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ-১৮ একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গতকাল সোমবার সকালে নাতাশার লেবার পেইন ওঠায় তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় বরুণ সারাক্ষণ স্ত্রীর পাশে ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে দীর্ঘদিনের প্রেমিকা নাতাশা দালাকে বিয়ে করেন বরুণ ধাওয়ান। আরব সাগরের উপকূলবর্তী অলিবাগে, সাসওয়ান হ্রদের লাগোয়া পামগাছে ঘেরা এক রিসোর্টে বসেছিল বিয়ের আসর।

আদর্শ দম্পতিরাও হাঁটছেন বিচ্ছেদের পথে!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সাইফ আলি খান ও কারিনা কাপুর দম্পতিকে বলিউডের অন্যতম আদর্শ দম্পতি হিসেবে ধরা হয়। তাদের দুই ছেলে নিয়ে সুখের সংসার। কিন্তু সম্প্রতি শোনা যায়, তাদের নাকি বিচ্ছেদ হচ্ছে। আর এই জল্পনার কারণ ছিল সাইফের হাতের ট্যাটু। হঠাৎ অভিনেতার হাত থেকে উধাও হয়ে গেছে করিনার নাম লেখা ট্যাটুটি। আর সেখান থেকে শুরু হয়েছিল এই জল্পনার।

কিন্তু সেই পুরোনো ট্যাটু আবার দেখা গেছে সাইফের হাতে। আর সেটা দেখেই খুশির হাওয়া 'সাইফিনা' ভক্তদের মধ্যে। অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে সাইফ কাজের জন্যই হয়ত ট্যাটুটি ঢেকেছেন। আর এই ঘটনার পর মনে করা হচ্ছে তাদের সেই অনুমানই সঠিক।

রবিবার অভিনেতাকে তার বাড়ির বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। তখনই তার হাতে স্ত্রী কারিনার নাম লেখা ট্যাটুটি আবার দেখা যায় তার হাতে। আর এই ট্যাটুকে নিয়েই যেহেতু জল্পনা-কল্পনা তা দ্রুত পাপারাৎজ্জিদের নজর কাড়ে সেটি। আর সেই ট্যাটুর ভিডিওটি স্যোশাল মিডিয়ায় তারা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই এটি ভাইরাল হয়ে যায়। ভক্তরা হার্ট ইমোজি-সহ, নানা মন্তব্যে ভরিয়ে তোলেন কমেন্ট বক্স।

২০১২ সালে বিয়ে করেন করিনা কাপুর ও সইফ আলি খান। এটা সাইফের দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে প্রায় ১২ বছরের বড় অভিনেত্রী অমৃতা সিংকে বিয়ে করেছিলেন অভিনেতা। ২০০৪ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। সাইফ ও অমৃতার দুই সন্তানও রয়েছে। একজন সারা আলি খান অন্যজন ইব্রাহিম আলি খান। সারাও বর্তমানে বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি সিনেমাতে অভিনয় করে দর্শকদের নজর কেড়েছেন। অন্যদিকে, সাইফ ও কারিনারও রয়েছে দুই ছেলে তৈমুর আলি খান ও জাহাঙ্গীর আলি খান। ২০১৬ সালে জন্ম হয় তৈমুরের অন্যদিকে, ২০২১ সালে জন্মায় জাহাঙ্গীর।

সাইফ 'দেবারা'র মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সিনেমাটিতে জুনিয়র এনটিআর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পাশাপাশি এই সিনেমার হাত ধরেই দক্ষিণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে জাহ্নবী কাপুর পা রাখতে চলেছেন। তেলেগু ভাষার এই সিনেমাতে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন সাইফ।

রাজনীতির মাঠে নেমেই ছক্কা হাঁকালেন কঙ্গনা!

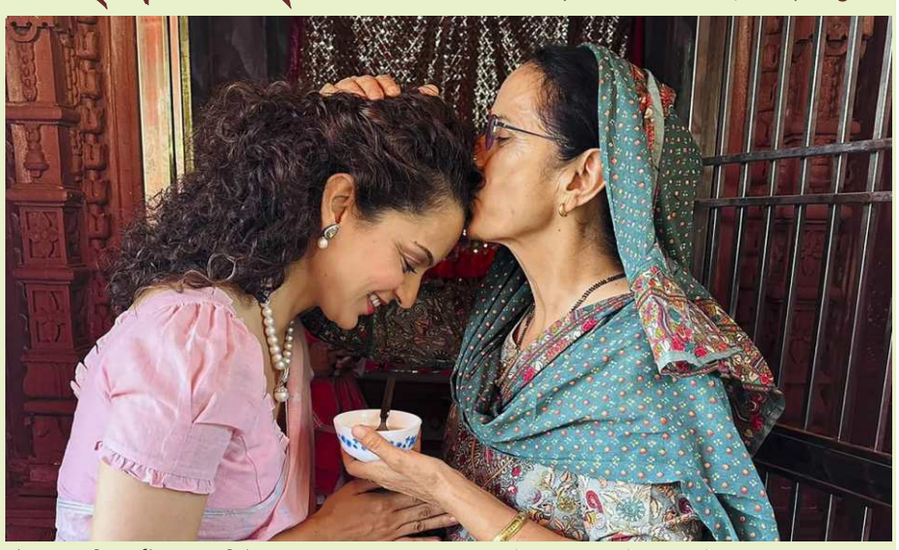

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হঠাৎ রাজনীতিতে নেমে চমকে দিয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত। রাজনীতির মাঠে নেমেই প্রথম বলেই যেন ছক্কা হাকালেন এই অভিনেত্রী। নরেন্দ্র মোদির বিজেপি থেকে মনোনয়ন নিয়ে প্রথমবারই বিপুল ভোটে জয় ছিনিয়ে নিলেন ৩৭ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী।

০৪ জুন সকাল থেকেই সকলের চোখে হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডির দিকে! ভোট গণনার সাথে সাথে বাড়তে থাকে উত্তেজনা! অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, ভরাডুবি হবে কঙ্গনার! কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন এই তারকা অভিনেত্রী।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো রিপোর্ট অনুযায়ী, নিজ আসনে বিজেপির প্রার্থী কঙ্গনা নিকটতম প্রার্থী কংগ্রেসের বিক্রমাদিত্য সিংকে ৭৪ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন। বিক্রমাদিত্য পেয়েছেন ৪ লাখ ৬২ হাজার ২৬৭ ভোট।

এদিন বিকেলে কঙ্গনা নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের জয়ের বিষয়ে জানান। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে অভিনেত্রী লিখলেন, 'সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার প্রতি এই আস্থা ও বিশ্বাস দেখানোর জন্য। এই জয় আপনাদের সকলের। এই জয় প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির প্রতি আস্থার।'

কুকুরের হামলায় আহত অভিনেত্রী মিমি, কী করেছিলেন তিনি

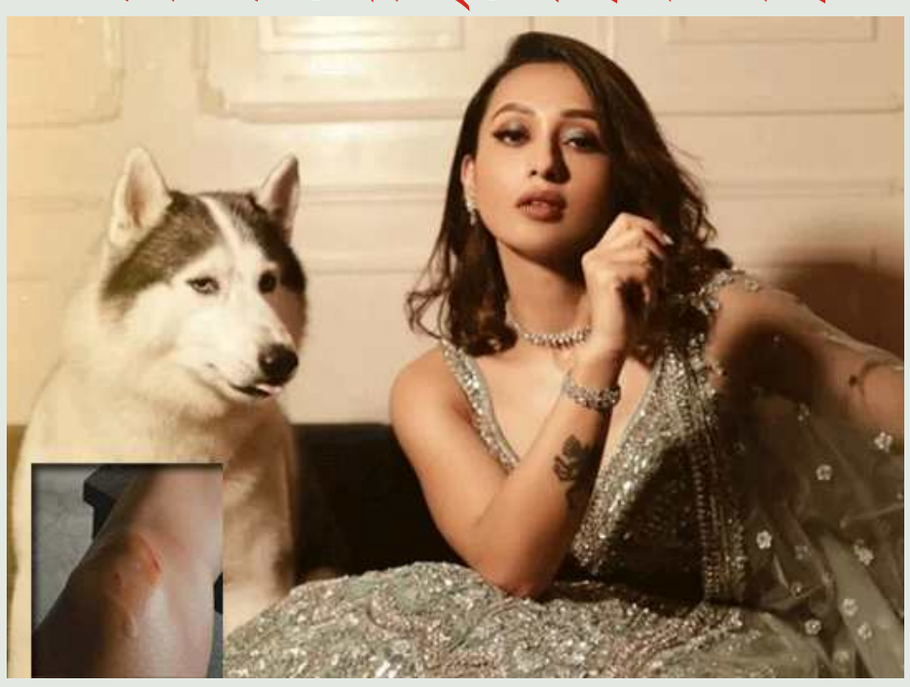

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভক্তদের জন্য খারাপ খবর দিলেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। নিজের বাড়িতেই তার পোষা কুকুরের হামলায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন এই অভেনেত্রী। সোমবার (৩ জুন) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, আপনারা কি দোষীকে দেখতে পাচ্ছেন?

ছবিতে দেখা যায়, কুকুরের আঁচড়ে পা কেটে গিয়েছে। যদিও এই অভিজ্ঞতা মিমির জন্যে নতুন নয়। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। মিমি চক্রবর্তী বরবারই পশুপ্রেমী। তিনি নিজেকে পেট মম বলে থাকেন। একাধিক সারমেয় আছে তার বাড়িতে। মাঝেমধ্যেই পোষ্যদের সঙ্গে আদুরে ছবি-ভিডিও শেয়ার করেন তিনি। সম্প্রতি পথ সারমেয়দের জন্য রতন টাটার মানবিক উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। বলেছিলেন, আপনি সত্যিকারের অনুপ্রেরণা। যদি সবাই এভাবে বুঝত। সহমর্মিতা এবং দয়া যাদের মধ্যে রয়েছে, তারাই প্রকৃত অর্থে ধনী।

মিমি চক্রবর্তীকে শেষবার 'আলাপ' ছবিতে দেখা গেছে। পরিচালনায় ছিলেন প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী। মিমির বিপরীতে দেখা গিয়েছিল অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায়কে। সেই ছবি বক্সঅফিসে মোটামুটি ব্যবসা করেছে। খুব শীঘ্রই শাকিব খানের সঙ্গে 'তুফান' ছবিতে দেখা যাবে এ অভিনেত্রীকে। চঞ্চল চৌধুরীও রয়েছেন ছবিতে। ভারত বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় কুরবানির ঈদে মুক্তি পাবে এই ছবিটি।

হৃতিকের কাছে ক্ষমা চাইলেন মধুরিমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চন্দ্রকান্ত খ্যাত অভিনেত্রী মধুরিমা তুলির একটি পোস্ট ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে সমালোচনা। পোস্টে বছর দুয়েক আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার জন্য বলিউডের গ্রিক গড হৃতিক রোশনের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এই অভিনেত্রী।

প্রিয় তারকাকে প্রথমবার দেখে একেবারে যেন জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হয়েছিল। হাত-পা একেবারে ঠান্ডা হয়ে এসেছিল মধুরিমার। ভেবেছিলেন হৃত্বিক হয়তো তার সঙ্গে খুব কড়া ব্যবহার করবেন। কিন্তু, বাস্তবে সেটা মোটেই হয়নি। হৃতিকের প্রতি ওই মনোভাবের জন্য পরে অনুশোচনা হয় মধুরিমার। দুই বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় হৃতিকের কাছে ক্ষমা চাইলেন। যা নিয়ে নেটিজেনদের কাছে হাসির খোরাক হন মধুরিমা।

ক্ষমা চেয়ে পোস্টে মধুরিমা লিখেছেন, হৃতিক আপনার কাছে আমার একটি স্বীকারোক্তি আছে। আমি দুই বছর আগে আপনার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিলাম। সেই সময় হাত পা একেবারে বরফের মতো জমে গিয়েছিল। ওই দিনের পর থেকে আমার খুব অনুশোচনা হচ্ছে। আপনি হয়তো ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু, এটা ঠিক যে সেদিন আমি সত্যিই বরফের মতো জমে গিয়েছিলাম। আমি আপনার ভক্ত হয়ে গিয়েছি। আমার মনে হলো সোশ্যাল মিডিয়াই পারফেক্ট প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমি নিজের কথাগুলো বলতে পারি। আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার অনুগামী, মধুরিমা তুলি।

নিউজিল্যান্ডকে গুঁড়িয়ে আফগানিস্তানের চমক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত কয়েক বছর ধরে আইসিসির টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রমাণ করে আসছে আফগানিস্তান দল। তারই ধারাবাহিকতায় চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও চমক দেখাচ্ছেন রশিদ খানরা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে উগান্ডাকে ৫৬ রানে অলআউট করে ১২৫ রানের বিশাল জয় পেয়েছিল আফগানিস্তান। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৭৫ রানে অলআউট করে দিয়েছে আফগানরা। ১৫৯ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজির বিপরীতে ৮৪ রানের ব্যবধানে জিতে রীতিমতো উড়ছে আফগান দল।

আফগানদের দেওয়া ১৬০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে থাকে কিউইরা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে। কেইন উইলিয়ামসন, ড্যারি মিচেল কোনো ব্যাটারই পারেননি ক্রিজে টিকে থাকতে। ফজল হক ফারুকী, রশিদ খানদের সামনে ব্যাট করতে রীতিমত হিমশিম খেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটাররা। রশিদ খান নেন ৪ উইকেট এবং ফারুকী নেন ৩ উইকেট। কিউইদের হয়ে সর্বোচ্চ ১৮ রান করেন গ্লেন ফিলিপস।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে পেনিংয়ে ১০৩ রানের বিশাল জুটি করেন রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও ইব্রাহিম জাদরান। ৪১ বলে ৪৪ রান করে আউট হন ইব্রাহিম। এই জুটি ভাঙার পর অবশ্য তেমন একটি সুবিধা করতে পারেনি আফগানিস্তান। ৫৫ রান নিতে আরও ৫ উইকেট চলে যায় আফগানদের। তিনে ব্যাট করতে নেমে ১৩ বলে ২২ রান করে ফেরত যান আজমতউল্লাহ ওমরজাই। ৮০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন গুরবাজ। ৫৬ বলে ৫টি চার ও ৫টি ছক্কায় এই রান করেন ডানহাতি উইকেটরক্ষক এই ব্যাটার। ২০তম ওভারে দ্বিতীয় বলে গুরবাজের স্টাম্প ভাঙেন ট্রেন্ট বোল্ট। আর কেউ দুই অংকের ঘর স্পর্শ করতে পারেননি।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন ট্রেন্ট বোল্ট ও ম্যাট হেনরি।

গৌতম গম্ভীরের মতো অলস আমি কাউকে দেখিনি! গৌতিকে কটাক্ষ কার্তিকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গৌতম গম্ভীর ভারতীয় দলের কোচ হবেন, এটা প্রায় ওপেন সিক্রেট হয়ে গিয়েছে। তিনি আবুধাবিতে গিয়েও যা বলেছেন, তাতে পরিষ্কার রোহিতদের কোচ হওয়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

বিসিসিআই একপ্রকার ঠিকই করে রেখেছে বিরাট কোনও অঘটন না ঘটলে গম্ভীরকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও সমর্থন করেছেন কেকেআরের বর্তমান মেন্টরকে।

ঠিক এরকম একটা সময়ে গৌতম গম্ভীরকে কটাক্ষ করলেন দীনেশ কার্তিক। প্রাক্তন কেকেআর দলের সতীর্থ সম্পর্কে কার্তিকের ব্যাখ্যা, 'গোতি (গম্ভীর) অসম্ভব অলস এক ব্যক্তি। ওঁর মতো অলস আমি কাউকে দেখিনি। না হলে একবার খেলতে গিয়ে হোটেলের ঘরে টিভির চ্যানেল বদলের জন্য রিমোট কন্ট্রোল আনতেও আমাকে ডেকেছিল। আমি তো এসে অবাক, আমিই বললাম, তুই কী রে, একটা রিমোট আনার জন্যও আমাকে ডাকলি?'

ভারতের কোচ হওয়া নিয়ে আবুধাবিতে মুখ খুললেন গম্ভীর, কী বললেন কেকেআর মেন্টর

সদ্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়া কার্তিক অবশ্য মানছেন, ক্রিকেটের জন্য নিবেদিত প্রাণ হলেন গম্ভীর। তিনি ক্রিকেট মাঠে অতি সচল এক ব্যক্তি। কোচ হিসেবে তিনি যে সফল হবেন, সেটিও বন্ধু নিয়ে বলেছেন দীনেশ।

শুধু তাই নয়, ম্যাচের সময় অতি সক্রিয় গম্ভীর যে দারুণ এক টিমম্যান, তাও বলেছেন ভারতের নামী উইকেটরক্ষক ব্যাটার। টি ২০ বিশ্বকাপের মধ্যে ভারতীয় বোর্ড গম্ভীরকে কোচ হিসেবে ঘোষণা করে কিনা, সেটিও বিষয়। তবে এদিনই সংবাদমাধ্যমকে রোহিতদের বর্তমান কোচ রাহুল দ্রাবিড় জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর কোচ থাকছেন না। এমনকী কোচ হওয়ার আবেদনও করেননি।

চোটে ফ্রেঞ্চ ওপেন শেষ জকোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাফায়েল নাদাল প্রথম রাউন্ড থেকে বাদ পড়ায় পথটা অনেকটাই খোলা ছিল নোভাক জকোভিচের। অনেকে ধরেও নেন এবার ফ্রেঞ্চ ওপেনের পুরুষ এককের শিরোপাটা তাঁর হাতেই উঠছে। কিন্তু চোট সেটা হতে দিল না! গতকাল রাতে হঠাৎ এক বার্তায় জানিয়ে দিলেন হাঁটুর চোটের কারণে আর খেলা হচ্ছে না তাঁর। এমন সময় থামলেন তিনি, যখন সেমি থেকে মাত্র একটা জয় দূরে। চতুর্থ রাউন্ডের গণ্ডি পেরোতে গিয়েই কোর্টে চোটে পড়েছিলেন জকোভিচ। সেই চোটের অবস্থা জানতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়া হাঁটুর চোট গুরুতর। সে জন্য আর ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি। সরে যান নিজে থেকেই।

রজার ফেদেরার বিদায় নেওয়ার পর নোভাক জকোভিচ আর নাদালকে ঘিরেই ছিল দর্শকদের আশা। কিন্তু কয়েক বছর ধরে চোট বেশ ভোগাচ্ছে নাদালকে। হয়তো তিনিও হুট করে একদিন বলে দেন গুডবাই।

এর মধ্যে জকোর সামনে ছিল সহজ পথ। কিন্তু তাঁকেও এবার ছাড়তে হলো পথ। চোট যদি ততটা গুরুতর না হয়, তাহলে হয়তো বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ডস্ল্যাম উইম্বলডনে দেখা যাবে তাঁকে। সেই কোর্টটা তাঁর কাছে ভালোই মধুর। যেখানে এখন পর্যন্ত সাতটি শিরোপা জিতেছেন। শুধু ইউএস ওপেন আর ফ্রেঞ্চ ওপেনই জকোভিচের কাছে খানিকটা অতৃপ্তির। যে দুই কোর্টে খুব একটা চ্যাম্পিয়ন বেশে উদযাপন করা হয়নি তাঁর।

'আমি উন্মুক্ত', সৌদি যাওয়ার প্রশ্নে ডি ব্রুইনি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মৌসুমের শুরুতে বড় চোটে পড়ার পর কেভিন ডি ব্রুইনির সৌদি আরব নয়তো যুক্তরাষ্ট্রের লিগে যাওয়ার গুঞ্জন ওঠে। ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে তার মাত্র এক মৌসুমের চুক্তি থাকায় ওই গুঞ্জন ভালো মতোই ডালপালা মেলে। এখন ডি ব্রুইনিই বলছেন- তিনি সৌদি হোক কিংবা যুক্তরাষ্ট্র যেকোন প্রস্তাব শুনতে প্রস্তুত। সৌদি যাওয়ার প্রশ্নে ডি ব্রুইনি বলেন, 'সৌদির প্রস্তাব...? আমার এখন যে বয়স তাতে যে কোন লিগের প্রস্তাবের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। আমি যেকোন প্রস্তাব শুনতে রাজি।' কেভিন ডি ব্রুইনির বয়স অবশ্য খুব বেশি নয়। জুনে ৩৩ হবে তার। সৌদি যাওয়ার পেছনে অর্থটাকেই বড় করে দেখছেন বেলজিয়ামের এই মিডফিল্ডার। তার মতে, দুই বছরে সৌদি গেলে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা ইউরোপে পুরো ক্যারিয়ারে আয় করা সম্ভব না, 'ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে এসে আপনাকে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের প্রস্তাব দিলে তা ভেবে দেখতে হবে।'

ম্যানসিটির সঙ্গে তার চুক্তির বাকি আছে মাত্র এক মৌসুম। এটাই তাই ভবিষ্যত ভাবার সময় বলেও মন্তব্য করেছেন সময়ের অন্যতম সেরা এই মিডফিল্ডার, 'আমি যদি সেখানে দুই বছর খেলি, বেশ ভালো অর্থ আয় করতে পারবো, যা আয় করতে আমার ১৫ বছর ফুটবল খেলতে হবে, হয়তো তারপরও আয় করতে পারবো না। পরিবারের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলছি।'

পাঁচ মৌসুমের চুক্তিতে অবশেষে রিয়ালে এমবাপ্পে

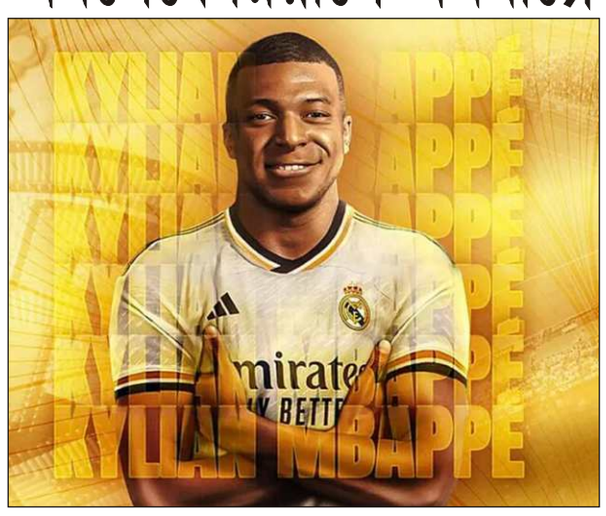

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনেক নাটকীয়তার পর শেষ হলো অপেক্ষার প্রহর। এখন থেকে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিজের বলতে আর কেউ বাধা দেবে না রিয়াল মাদ্রিদ ভক্তদের, কেউ বিদ্রুপ বা উপহাস করবে না। আগামী পাঁচ বছরের জন্য এমবাপ্পে একান্তই তাদের।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সঙ্গে আলাপে এমবাপ্পে জানিয়েছিলেন রাতেই আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেই ঘোষণা দেয় রিয়াল। আগামী পাঁচ মৌসুমের জন্য এমবাপ্পের সঙ্গে চুক্তি করেছে তারা। সংবাদমাধ্যম ইএসপিন বলছে, ফরাসি ফরোয়ার্ডকে বছরে ১৫ মিলিয়ন ইউরো পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। তাছাড়া সাইনিং বোনাস হিসেবে দেওয়া হবে ১৫০ মিলিয়ন ইউরো। ছেলেবেলা থেকেই এমবাপ্পের স্বপ্ন ছিল রিয়ালের হয়ে খেলা। অনেক নাটকীয়তা, রোমাঞ্চ, গুঞ্জনের পর অবশেষে পূরণ হতে যাচ্ছে সেই স্বপ্ন। বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকাকে পেতে কোনো অর্থই খরচ করতে হচ্ছে না রিয়ালের। কেননা গত মৌসুমেই এমবাপ্পে জানিয়ে দেন, পিএসজির হয়ে আর চুক্তি নবায়ন করবেন না তিনি। পিএসজি শতচেষ্টা করেও তার বিদায় ঠেকাতে পারেনি। ফরাসি ক্লাবটিতে ৭ বছর পার করার পর, এবার রিয়ালে নতুন অধ্যায় শুরুর অপেক্ষায় ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। ইউরোকে সামনে রেখে এখন জাতীয় দল নিয়ে খুব ব্যস্ত এমবাপ্পে। তাই তাকে আগামী মাসের দিকে ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে রিয়াল। সদ্য সমাপ্ত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগা জেতা ক্লাবটি এমবাপ্পেকে পেয়ে নিশ্চয়ই আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠবে।

লঙ্কানদের হারিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু টাইগারদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডালাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচে শনিবার শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান করে লঙ্কানরা। জবাবে ব্যাট হাতে টাইগারদের শুরুটা ভালো না হলেও শেষ পর্যন্ত ২ উইকেটের জয় দিয়ে টি-টোয়েন্ট বিশ্বকাপ মিশন শুরু করেছে টাইগাররা।

ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করা শ্রীলঙ্কাকে দারুণ আক্রমণের মুখে ফেলে দেন মুস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন। নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের পাশাপাশি দুজনই তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। ফলে সর্বসাকুল্যে ৯ উইকেটে মাত্র ১২৪ রানের পুঁজি দাঁড় করায় ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার দল। সেই রানের চাপও শুরুতে নিতে পারেননি টপ অর্ডারে নামা সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম ও অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

২৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে লাল-সবুজ জাসিধারীরা। চতুর্থ উইকেটে লিটন দাসকে নিয়ে ম্যাচ ধরেন তাওহিদ হৃদয়। হৃদয়ের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে এই জুটিতে বাংলাদেশ পায় ৩৮ বলে ৬৩ রান। ফলে শঙ্কা কেটে যায় অনেকখানি। ১২তম ওভারের প্রথম ৩ বলে ৩ ছক্কা হাকিয়ে চতুর্থ বলে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার বলে এলবিডব্লিউ হন হৃদয় (২০ বলে ৪০)। তখন বাংলাদেশের বোর্ডে ৯১ রান।

শেষদিকে ১৯ রান নিতে আরও ৪ উইকেট হারিয়ে হারের শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। ৯৯ রানে এলবিডব্লিউ হন লিটন। ১০৯ রানের মাথায় মাথিশা পাথিরানার বলে থার্ড ম্যান অঞ্চলে থিকসানার হাতে ধরা পড়েন সাকিব আল হাসান (১৪ বলে ৮)।

এরপর ১১৩ রানে থাকতেই ২ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। নুয়ান থুসারাকে ডাউন দ্য উইকেটে এসে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে বোল্ড হন রিশাদ হোসেন (৩ বলে ১)। পরের বলেই এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে পড়েন তাসকিন আহমেদ। তাসকিনের বুটে বল লাগলে থুসারার জোরালো আবেদনে আঙুল তোলেননি আম্পায়ার। তবে রিভিউ পক্ষে যায় লঙ্কানদের।

শেষে ১২ বলে ১১ রান দরকার বাংলাদেশের। দাসুন শানাকাকে ওভারের প্রথম বলেই দারুণ এক ছক্কা হাঁকান মাহমুদুল্লাহ। এতে ম্যাচ চলে আসে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে। ওই ওভারে এক ওয়াইড আর শেষ বলে দৌড়ে ২ রান নিয়ে পুরো ১১ রান করে তুলে নেয় টাইগাররা। এতে উচ্ছ্বাসে ভাসে বাংলাদেশ।

টি ২০ বিশ্বকাপ পুরস্কার অর্থমূল্যে ছাপিয়ে গেল আইপিএলকেও! জিতলে রোহিতরা কত পাবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলকে বলা হয় সোনার হাঁস। সেখানে বিনোদন ফ্রাঞ্চাইজি লিগের পুরস্কার অর্থকেও ছাপিয়ে যেতে চলেছে আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপ। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে মেগা আসর। ভারতীয় দল নামবে বুধবার আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে।

সোমবার ভারতীয় সময়ে রাতে আইসিসি এবারের পুরস্কার অর্থমূল্য ঘোষণা করেছে। মোট ৯৪ কোটি টাকা মোট অর্থমূল্য বিশ্বকাপের। এই মেগা আসরে দুধের শিশু কোনও দল অংশ নিলেই পাবে কোটি টাকার বেশি। মোট ২০ দলের টুর্নামেন্টে একেবারে শেষ ৮টি দলও পাবে দুই কোটি টাকা। এমনকী নয় থেকে ১২ নম্বর দলগুলি পাবে তিন কোটি টাকা। যে দলগুলি সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেবে, সেই দলগুলি পাবে প্রায় সাত কোটি টাকা। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে সাড়ে ২০ কোটি টাকা। রানার্স দলের ঝুলিতে থাকবে সাড়ে দশ কোটি টাকা।

আইপিএলেও এত অর্থ ছিল না। সেদিক থেকে এবারের টি ২০ বিশ্বকাপ রেকর্ড গড়তে চলেছে। আইপিএলে এবার চ্যাম্পিয়ন দল কেকেআর পেয়েছে ২০ কোটি টাকা। সেই অর্থ দলের সকলের মধ্যে ভাগ হয়েছে। তারপরেও সেই ক্রিকেটাররা পেয়েছেন বোর্ড এবং স্পনসরের থেকে অর্থ। রোহিতদের ক্ষেত্রেও তাই হবে। আইসিসি ট্রফিতে ভারত বহুদিন চ্যাম্পিয়ন হয়নি। এবার জিতলে কোহলিরা আইসিসি তো বটেই, ভারতীয় বোর্ড থেকেও দেদার অর্থ পাবেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR